তারিখ ~~01 OCT 2016~~
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
02 OCT 2016

প্রথম আলো

দেশে নারীশিক্ষায় ইতিব… পরিবর্তন এসেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

দক্ষিণ এশিয়ায় নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের হার ধীরে ধীরে বাড়ছে। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ফলে পরিবারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। তবে নারীর পূর্ণ ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে বাল্যবিবাহ, চলাচলে নিয়ন্ত্রণ, পরিবারে লিঙ্গবৈষম্য ও রক্ষণশীল মানসিকতা এখনো বাধা হিসেবে কাজ করছে।

গতকাল শনিবার এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে এক গবেষণা সেমিনারে এসব কথা বলা হয়। পরিবারে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের অবস্থান সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়টির করা এক গবেষণার ওপর সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গবেষণায় পাওয়া বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ভারুনি গনেপলা, ফাহিম হোসেইন ও মো. শহীদুল্লাহ কায়সার। সেমিনারে প্যানেল অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আফগানিস্তানের সমাজসেবক আনিতা হায়দারী ও সীমা ঘানি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সোনিয়া হক, মানবাধিকারকর্মী হুমায়রা আজিজ, ভারতের অধ্যাপক জানকি শ্রীনিবাসন, কিন্নেরা মুরথি,

চট্টগ্রামে সেমিনারে বক্তারা

পাকিস্তানের নারী অধিকার আন্দোলন নেত্রী নিঘাত দাদ, কাওসার খান প্রমুখ। সেমিনারে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের গবেষণা স্টাডির সমন্বয়ক মাশিয়াত মোস্তফা।

সেমিনারে জানানো হয়, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ১১১টি পরিবারের ৩০৭ জন সদস্য ও স্বতন্ত্র ৩ হাজার নারী-পুরুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে গবেষণাটি করা হয়েছে। এতে নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের বিষয়ে পরিবারের অন্য সদস্যদের মতামত, কর্মজীবী নারীদের অভিজ্ঞতার বিষয় উঠে এসেছে।

সেমিনারে চার দেশের নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, বাংলাদেশে নারীদের শিক্ষার বিষয়ে প্রায় প্রতিটি পরিবারে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। মুসলিমপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও নারীদের চাকরির ক্ষেত্রে ধর্ম তেমন কোনো প্রভাব ফেলছে না। তবে অবস্থাপন্ন অনেক পরিবারেই নারীরা,

চাকরি করার
ছাড়া চাকরির
থাকার পেছ
কিংবা তদবি
একটি
তালেবান শা
ও কাজের সু
অবস্থার কি
আফগানিস্তা
শিক্ষার পেছ
করতে আগ্রহী
পাকিস্তানেও
নারীর শিক্ষ
হিসেবে কাজ

সেমিনা
দেশগুলোতে
বিভিন্ন সংস্থ
কর্মসংস্থান
করছে। নারী
পরিবারগুলো
হচ্ছে। তবে
নারীরা এখ
পাচ্ছেন না।
চাকরি করা
ছাড়া চাক
একসঙ্গে
শিক্ষকতাকে
মনে করছে
যাওয়ার ক্ষে
ইতিবাচক